দুর্ঘটনায় আহতকে হাসপাতালে নেওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না



ছবি: সংগৃহীত

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া কিংবা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার কারণে কোনো নাগরিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা করা যাবে না। এমনকি হাসপাতালে নেওয়ার পর আহত ব্যক্তির মৃত্যু হলেও শুধু উদ্ধারকাজে অংশ নেওয়ার জন্য দায়ী করা যাবে না তাকে। সাধারণ মানুষকে উদ্ধারকাজে উৎসাহিত করতে সড়ক নিরাপত্তা আইন-২০২৬-এর খসড়ায় 'গুড সামারিটান' বা মানবিক উদ্ধারকারীদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। শনিবার (৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে প্রথম এক ঘণ্টাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 'গোল্ডেন আওয়ার' বলা হয়। এ সময়ের মধ্যে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করা গেলে প্রাণহানি ও গুরুতর শারীরিক ক্ষতির ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। তবে পুলিশি ঝামেলা, মামলা কিংবা আদালতে হাজিরার আশঙ্কায় অনেকেই আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে চান না। এতে সময়মতো চিকিৎসা না পেয়ে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েন অনেক আহত ব্যক্তি।

এই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্ধারকারীর আইনি সুরক্ষার পাশাপাশি দ্রুত উদ্ধার এবং হাসপাতালে জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো খসড়া আইনে গুরুত্ব পেয়েছে।

বর্তমানে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ৬২ ধারায় দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট মোটরযানের চালক, কন্ডাক্টর বা তাঁদের প্রতিনিধিকে নিকটস্থ থানায় খবর দেওয়া এবং আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ বিধান অমান্য করলে সর্বোচ্চ এক মাসের কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। তবে সাধারণ নাগরিকের মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে আইনি সুরক্ষা আরও স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক বাসসকে বলেন, 'দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যেন আইনি জটিলতার ভয়ে পিছিয়ে না যায়, সে জন্য কার্যকর সুরক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। তাই গুড সামারিটান সুরক্ষার প্রস্তাবটির মাধ্যমে উদ্ধারকারীকে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

খসড়ার প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্যে মানবিক বিবেচনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার, প্রাথমিক সহায়তা কিংবা হাসপাতালে স্থানান্তর করলে সেই সহায়তার কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি বা মৃত্যুর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা করা যাবে না।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তাহমিদুর রহমান বলেন, মানবিক কারণে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া নাগরিকদের আইনি সুরক্ষা দেওয়া হলে উদ্ধারকাজে মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে। তবে প্রকৃত মানবিক সহায়তা, ইচ্ছাকৃত ক্ষতি ও গুরুতর অবহেলার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে আইনের সুরক্ষার সীমা স্পষ্ট করা জরুরি।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও অ্যাম্বুলেন্স টিম গঠনের প্রস্তাবও রয়েছে খসড়ায়। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে এসব দল কাজ করবে। পাশাপাশি আহত ব্যক্তিকে উপযুক্ত হাসপাতালে নেওয়া এবং গোল্ডেন আওয়ারের মধ্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

জরুরি পরিস্থিতিতে হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোকে আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে বাধ্য করার প্রস্তাব রয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যমান সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ৬২ ধারায় দেশব্যাপী টোল-ফ্রি টেলিফোন নম্বর চালুর বিধান আছে। এর মাধ্যমে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, চালক, মালিক, যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জরুরি উদ্ধার ও চিকিৎসাসেবার জন্য সহায়তা চাইতে পারবেন।

তবে কার্যকর উদ্ধারব্যবস্থা গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স, প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মী, হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসাসক্ষমতা এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।

নতুন আইনের খসড়ায় দুর্ঘটনার পর চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও নিরাপদ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সড়কের নকশা, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রস্তাব রয়েছে। ভুল নকশা বা অনিরাপদ অবকাঠামোর কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায় নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লাখ টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পথচারীদের নিরাপত্তায় ফুটপাত, নিরাপদ পারাপারের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী উভয়ের হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা, শিশু পরিবহনে নিরাপত্তা বিধিমালা প্রণয়ন এবং সাইকেল আরোহীদের জন্য পৃথক লেন তৈরির প্রস্তাবও রয়েছে। নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের উপযোগী সড়ক ও গণপরিবহন নিশ্চিত করার বিষয়টিও খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য শুধু চালকের ভুল বা অসতর্কতাকে দায়ী করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সড়কের নকশা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহনের কারিগরি অবস্থা, গতিসীমা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাসহ সব বিষয় সমন্বিতভাবে বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত 'সেফ সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' অনুসরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যমান সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী চালকদের শাস্তির বিধানও রয়েছে। আইনের ৯৮ ধারায় বেপরোয়া চালনা, নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম, ঝুঁকিপূর্ণ ওভারটেকিং কিংবা অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহনের কারণে দুর্ঘটনায় জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড, তিন লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে। ১০৫ ধারায় বেপরোয়া বা অবহেলাজনিত চালনায় গুরুতর আহত বা প্রাণহানির ঘটনায় নির্ধারিত শর্তে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনার বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও নতুন আইন ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের মতে,

গুড সামারিটান সুরক্ষা কার্যকর হলে দুর্ঘটনার পর আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিতে সাধারণ মানুষের ভয় ও দ্বিধা কমবে।

তবে এই সুরক্ষার অপব্যবহার ঠেকাতে সৎ উদ্দেশ্যে সহায়তার শর্ত, ইচ্ছাকৃত ক্ষতি ও গুরুতর অবহেলার ক্ষেত্রে দায় এবং উদ্ধারকারীর পরিচয় সংগ্রহের প্রক্রিয়া আইনে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। দ্রুত চিকিৎসা, কার্যকর উদ্ধারব্যবস্থা, নিরাপদ অবকাঠামো এবং মানবিক সহায়তাকারীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি কমানোর পথ আরও সুগম হবে।

LENS ASIA